গল্পগুচ্ছ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শাস্তি':-

১. শাস্তি গল্পটি কোন্ পত্রিকায় কত বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ?

উ: 'শাস্তি' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকা ১৩০০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

২. "যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনটি ঘটিয়াছে"- কোন্ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে ? এখানে ঘটার কথা বলা হয়েছে ?

উ: প্রশ্ন উদ্ধৃত লাইনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'শাস্তি' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই এই দুই ভাই-এর দুজন স্ত্রী হলেন রাধা ও চন্দরা। এই দুই জা এর মধ্যে প্রতিদিন যে ঝগড়া-বিবাদ, কলহ-কলাহল লেগে থাকত, এখানে সেই ঝগড়া বিবাদের কথাই বলা হয়েছে।

৩. "অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়া বড় স্থির ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে"- উৎস নির্দেশ করো।

উ: প্রশ্ন উদ্ধৃত লাইনটি বিশ্ব কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'শাস্তি' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪. 'শাস্তি' গল্প রাধার শিশু সন্তানের বয়স কত ছিল?

উ: 'শাস্তি' গল্পে রাধার শিশু সন্তানের বয়স ছিল দেড় বছর।

৫. দুখিরাম রুই কার কোর্ফা প্রজা ছিলেন ?

উ: দুখিরাম রুই রামলোচন চক্রবর্তী মহাশয়ের কোর্ফা প্রজা ছিলেন ।

৬. "ঝগড়া করিয়া ছোটবউ বড়োবয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে"- কে কাকে একথা বলেছেন ? ছোটোবয়ের পরিচয় দাও।

উ: প্রশ্ন উদ্ধৃত কথাটি ছিদাম রুই রামলোচন চক্রবর্তী মহাশয় কে বলেছেন। এখানে 'ছোটবউ' হলেন ছিদাম রুই এর স্ত্রী চন্দরা।

৭. "যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ সকল কথা ভাবে নাই"- এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? 'এ সকল কথা' তথা কথাটি কী ছিল ?

উ: এখানে ছিদাম রুই এর কথা বলা হয়েছে। ছিদাম রুই রামলোচন কে বলেছিলেন যে তার স্ত্রী চন্দরা বড়বউ বাধা কে হত্যা করেছে; এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে রামলোচন বাবু ছিদাম রুই কে যুক্তি দেন, এই হত্যার দায়ভার নিজের বড় ভাইয়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য, তাহলে চন্দরা বেঁচে যাবে। এর উত্তরে ছিদাম বলেছিলেন 'বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না'।

৮. ‘শাস্তি’ গল্পের চন্দরার বয়স কত ছিল?

উ: ‘শাস্তি’ গল্পের চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক ছিল না।

৯. ছিদামকে ঈর্ষান্বিত করার জন্য চন্দরা যার প্রচুর ব্যাখ্যা করতেন।

উ: ছিদামকে ঈর্ষান্বিত করার জন্য চন্দরা কাশি মজুমদারের মেজো ছেলের প্রচুর ব্যাখ্যা করতেন।

১০. “তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নিরবে তাহার স্বামী কে দগ্ধ করিতে লাগিল”- 'তাহার’ ও ‘স্বামীকে’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে ?

উ: ‘শাস্তি’ গল্পের ‘তাহার’ বলতে চন্দরা ও ‘স্বামীকে’ বলতে ছিদামের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে।

১১. “কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল”- প্রশ্ন উদ্ধৃত লাইনটি কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে ? কে কোথায় চিরকালের মতো গৃহ ছেড়ে চলে গেলেন?

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘শাস্তি’ গল্প থেকে প্রশ্ন উদ্ধৃত লাইনটি নেওয়া হয়েছে। রাধা হত্যার মিথ্যা দায়ভার মাথায় করে নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বন্দি হয়ে চন্দরার জেলা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১২. “দোহাই হুজুর আমার স্ত্রীর কোন দোষ নাই” কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? বক্তার পরিচয় দাও। বক্তার স্ত্রীর নাম কি ছিল?

উ: ‘শাস্তি’ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। বক্তা হলেন ছিদাম। ছিদামের স্ত্রীর নাম হল চন্দরা।

১৩. “ওগো তোমার পায়ে পড়ি তাই দাও না সাহেব” - বক্তা কে ? এখানে কি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ?

উ: বক্তা হলেন ‘শাস্তি’ গল্পের নায়িকা চন্দরা। এখানে চন্দরা সাহেবকে তথা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে শাস্তি হিসাবে তাকে ফাঁসি দেওয়ার কথা বলেছেন।

....

‘দুরাশা’

১. ‘দুরাশা’ গল্পটি কোন্ পত্রিকায় কত বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ?

উ: ‘দুরাশা’ গল্পটি ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

২. ‘দুরাশা’ গল্পের গল্পকথক দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে প্রাতঃভ্রমণে কোন্ রোডে গিয়েছিলেন ? এবং তিনি কি বস্ত্র পরিধান করেছিলেন ?

উ: ‘দুরাশা’ গল্পের গল্পকথক দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে প্রাতঃভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন ‘ক্যালকাটা রোডে’। গল্পকথকেরর পরিধানে ছিল ম্যাকিন্টস।

৩. “আজ বিশ্ব সংসারে আমার পর্দা নাই”!- কোন্ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে ? বক্তার পরিচয় দাও।

উ: প্রশ্ন উদ্বৃত লাইনটি ‘দুরাশা’ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে বক্তা হলেন বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী।

৪. “বিবি সাহেব মাফ করো তোমাকে চিনতে পারি নাই”- বক্তা কে ? বিবি সাহেবের পরিচয় দাও। বিবি সাহেব কে চিনতে না পারার কারণ হিসাবে গল্পকার কি যুক্তি দিয়েছেন ?

উ: ‘দুরাশা’ গল্প থেকে নেওয়া প্রশ্ন উদ্বৃত কথাটি গল্পকার বলেছেন। বিবিসাহেব হলেন বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী। তাকে চিনতে না পারার প্রধান কারণ হল গল্পকথক আগে কখনো বিবিসাহেবকে দেখেননি।

৫. ‘দুরাশা’ গল্পে কালিদাসের কোন্ কোন্ কাব্যের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় ?

উ: ‘দুরাশা’ গল্পে কালিদাসের 'মেঘদূত’ ও ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬. বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর সঙ্গে কোথাকার নবাবের বিবাহের সম্বন্ধ এসেছিল ?

উ: বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর জন্য লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল।

৭. বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী তথা বেগম সাহেবাদের কেল্লা কোন নদীর তীরে অবস্থিত ছিল? এবং তাদের ফৌজের অধিনায়ক কে ছিলেন ?

উ: নবাবপুত্রী বেগম সাহেবাদের কেল্লা ছিল যমুনা নদীর তীরে। তাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ, তার নাম ছিল কেশরলাল।

৮. 'দুরাশা' গল্পের কেশরলাল এর পরিচয় দাও।

উ: কেশরলাল ছিলেন বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর ফৌজের অধিনায়ক। কেশরলাল পরম হিন্দু ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে নবোদিত সূর্যের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদান করতেন। পরে সিক্ত বস্ত্রে ঘাটে বসে একাগ্রমনে জপ সমাপন করে পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁ রাগে ভজন গান করতে করতে গৃহে ফিরে আসতেন।

৯. নবাবপুত্রী তার হিন্দু দাসীর কাছ থেকে প্রাচীন ভারতীয় যে গ্রন্থের অপূর্ব ইতিহাস শুনতেন ?

উ: নবাবপুত্রী তার হিন্দু দাসীর কাছ থেকে রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব ইতিহাস শুনতেন।

১০. নবাবপুত্রী যেদিন প্রথম অন্তপুর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন তখন তার বয়স কত ছিল ?

উ: নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী যেদিন প্রথম অন্তপুর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন তখন তার বয়স ছিল ষোলো বছর অর্থাৎ সে ছিলেন ষোড়শী।

১১. নবাবপুত্রী কার কাছ থেকে সংস্কৃতশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছিলেন ?

উ: নবাবপুত্রী কাশীর শিবানন্দ স্বামীর কাছ থেকে সংস্কৃতশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

১২. নবাবপুত্রী কত বছর বয়সে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হতে পেরেছিলেন ?

উ: নবাবপুত্রী ত্রিশ বছর বয়সে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হতে পেরেছিলেন।

১৩. কেশরলাল রাজদণ্ড থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথায় আশ্রয় লাভ করেছিলেন ?

উ: কেশরলাল রাজদণ্ড থেকে পালিয়ে গিয়ে নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১৪. কত বছর পরে কেশর লাল এর সঙ্গে নবাবপুত্রীর দার্জিলিঙে সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

উ: আটত্রিশ বছর পরে কেশরলালের সঙ্গে নবাবপুত্রীর দার্জিলিঙে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

১৫. কেশরলালের অন্তিম পরিণতি কি হয়েছিল ?

উ: বেগম সাহেব আটত্রিশ বছর পর দার্জিলিঙে এসে প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পান। বেগম সাহেব দেখেন কেশর লাল ভুটিয়াপল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তার গর্ভজাত পৌত্র-পৌত্রী নিয়ে ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা থেকে শস্য সংগ্রহ করছিলেন।

....